ইউনিট - ২

ইসলামের বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠী

(DIFFERENT SCHOOLS OF THOUGHT IN ISLAL)

ইসলাম হলো বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধর্ম। যার কারণে সাম্য ও ঐক্য ইসলামের মূলমন্ত্র। সাম্য ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম মানুষের মধ্যে বর্ণ ও মর্যাদায় পার্থক্য মানে না। অর্থাৎ মানবতাই এরমূল লক্ষ্য। আমরা যদি বিশ্বের অন্যান্যধর্মের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখব যে, মানবতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় কেবল ইসলামই সফল হয়েছে। ইসলামধর্মের এটাই হলোনীতিগত বিষয়। কিন্তু এইনীতিগত বিষয়টি ইসলাম ধর্মে অর্থাৎ মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে সব সময় একরকমভাবে কাজ করেনি। এটা অনেকটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানরা বিভিন্ন কারণে সময়ের ব্যবধানে ইসলামধর্মেও এইমহান দিকটির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে এবং নানান ধরনের দুর্দশায় নিপতিত হয়ে নিজেদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে, যার পরিণতিতে মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে।

অধ্যাপক সাইয়েদ আব্দুল হাই মনে করেন যে, 'সম্প্রদায়' শব্দটি যে অর্থে অন্যান্য ধর্মে ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক একই অর্থে এটিমুসলিম দর্শনে বা ইসলাম ধর্মে প্রয়োগযোগ্য নয়। তিনি বলেন, "The sense in which the word "sect" is used in other religions is perhaps not applicable to Islam. So, we would use the word "Schools of Thought" in consideration of the milder sense of the expression in order to convey the proper implication of the division"। এই অর্থে ইসলামের চিন্তাগোষ্ঠী সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলাযায়। প্রথমত, অন্যান্যধর্মের তুলনায় ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ব মেনে চলে। দ্বিতীয়ত, ইসলামে তথা মুসলিম দর্শনে যে সব চিন্তাগোষ্ঠীর কথা বলা হয়, সেগুলো মূলত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আ'মলের দিক থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। তৃতীয়ত, মুসলিম দর্শনে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভবের কারণ অন্যান্য ধর্মের চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভবের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ধর্মীয় অসম্পূর্ণতা এবং সম্পূর্ণ মানবিক না হওয়ার কারণে অন্যান্য ধর্মে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু মুসলিম দর্শনে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভবের মূলকারণ হলো রাজনৈতিক এবং বৈদেশিক প্রভাব। এছাড়া জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকে চিন্তাবিদগণ গভীরভাবে মনোযোগী হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। সৈয়দ আমির আলী তাঁর "The Spirit of Islam" নামক পুস্তওেবিষয়টি সুস্পষ্ট করে বলেছেন, 'The evils which we developed in Christianity arose from the incompleteness of the system, and in its incompatibility

with human needs, in Islam, the evils that we shall have to describe arose from the greed of earthly advancement, and the revolutionary instincts of individuals and classes impatient of moral law and order' ।

এই ইউনিটে মোট পাঁচটি পাঠ রয়েছে

- ◆বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভবের কারণ
  (Causes of the Rise of Different Schools of Thought)
- ◆বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ
  (Classification of the Different Schools)
- ◆সুন্নী, শিয়া এবং খারিজী
  (The Sunnis, the Shiahs and the Kharijis)
- ◆মুরযিয়া এবং সিফাতিয়া
  (The Murjias and the Sifatiyas)
- ◆কাদারিয়াও জাবারিয়া ঃ ইচ্ছার স্বাধীনতা বিরোধ
  (The Qadarias and the Jabariyas : Free-will Controversy)

পাঠ - ১

বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের কারণ

(Causes of the Rise of Different Schools of Thought)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে **আপনি**

- মুসলিম চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের রাজনৈতিক কারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- মুসলিম চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের জ্ঞানতাত্ত্বিক কারণউল্লেখ করতে পারবেন ।
- মুসলিম চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের বৈদেশিক কারণ বর্ণনা করতে পারবেন ।

ভূমিকা

ইসলাম সাম্য ও ঐক্যের ধর্ম হলেও বিভিন্নসময়ে এবং নানাবিধ কারণে এতে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। এইকারণ গুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কারণ, জ্ঞানতাত্ত্বিক কারণ এবং বৈদেশিক প্রভাব সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেছে। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পরে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খলিফানির্বাচনকে কেন্দ্র করেই মূলত রাজনৈতিক সমস্যা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। যার ফলে মুসলমানদের মধ্যেচারটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। সেগুলো হলো ঃ মুহাজির, আনছার, উমাইয়া এবং শিয়া। মুসলিম দর্শনের মূলউৎস কোরআন ও হাদীস। এইউৎস দু'টির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এছাড়া মুসলিম দর্শনে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভবের জন্য বৈদেশিক বিভিন্ন প্রভাব সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে।

১. **মুসলিমচিন্তাগোষ্ঠী** উদ্ভবের **রাজনৈতিককারণ**

মুসলিম দর্শনে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভবের অন্যতম কারণ হলো রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওফাতের পরপরই। কারণতিনি তাঁর কোন প্রতিনিধি নির্বাচন করে যাননি। তাঁর কোন পুত্র সন্তানও ছিল না যে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং নেতৃত্বের একডট সংকট তৈরী হয়। এসময়হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর নাম বিভিন্ন দিক থেকে আসতে থাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য - যাঁরা হযরতমুহাম্মদ (সাঃ)-এর যথাক্রমে শ্বশুর এবং জামাতা ছিলেন। এদেরমধ্যে আত্মীয়তার বাইরে আরও কিছু গুণাগুণের কথা পরে অবশ্য প্রাধান্য পায়। রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় অসুস্থ অবস্থায় তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দিতেন। সেজন্য নানাবিধ আলোচনা ও বিরোধ অবসানে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে মুসলমানদের প্রথম খলিফা নির্বাচিত করা হয়। এইনির্বাচন প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাধা হয়। এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ইসলামেরই শিক্ষা। কিন্তু এই পদ্ধতি মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাগোষ্ঠী সৃষ্টি করে। ফলে বিষয়টির একটি স্থায়ী সমাধান না দিয়ে তাঁরা তখন বিভিন্ন বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়ায় তখন মুসলমানদের মধ্যেচারটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এই গোষ্ঠীগুলো হলো ঃ (১) মুহাজির (২) আনছার (৩) উমাইয়া ও (৪) শিয়া। মক্কার হাশেমী ও কুরাইশ গোত্রের যারা মদিনায় হিজরত করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মুহাজির। মুহাজিরদের আশ্রয়দানকারী মদিনাবাসীদের বলা হয় আনছার। এই দু'গোষ্ঠী পরে একত্রে আসহাব নাম ধারণ করে। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণকারী মক্কার উমাইয়া পরিবার থেকে আসা মুহাজিররা উমাইয়া বলে পরিচিত। অন্যদিকে 'নির্বাচনকরার ক্ষমতা একমাত্র

আল্লাহর' এই মতের ধ্বজাধারী হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বনকারীদেরকে বলা হয় শিয়া। এভাবে স্বাধীন নির্বাচন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করার পথে মুসলিম দর্শনে বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে।

উমাইয়া এবং শিয়া চিন্তাগোষ্ঠী বিভক্ত হওয়ার পেছনে দীর্ঘস্থায়ী চলে আসা বিরোধ কাজ করেছিল। কুরাইশ বংশ হাশিম ও উমাইয়া বংশের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। আর এই শেষোক্ত দু'বংশের মধ্যে বিরোধ সব সময় লেগেই থাকত। মহানবী (সাঃ)-এর ওফাতের পর উভয় বংশ থেকে নেতৃত্বের জোর দাবী ওঠে এবং এই দাবীর মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হন। কিন্তু আলীপন্থী কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিরোধিতা শুরু করেন । হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পর হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি অসাধারণ ক্ষমতা এবং বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন। যার কারণে এসময় বিরোধ তেমন দানা বেঁধে ওঠেনি। ওমরের পরে উমাইয়া বংশের হযরত ওসমান (রাঃ) তৃতীয় খলিফা নিযুক্ত হন। তখন আলীপন্থীরা আবার বিরোধিতায় অংশ নেন । ফলশ্রুতিতে তিনি আলীপন্থীদের হাতে নিহত হন এবং হযরত আলী (রাঃ) চতুর্থ খলিফা নিযুক্ত হন। এসময় বংশীয় বিদ্বেষ এবং ক্ষমতার টানে বিরোধিতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, উমাইয়া (ওসমানপন্থী) এবং শিয়া (আলীপন্থী) এই দু'টি চিন্তাগোষ্ঠী স্পষ্টভাবে মুসলিম দর্শনে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নেয়।

২. মুসলিমবিভিন্নচিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের জ্ঞানতাত্ত্বিক কারণ

আমরা আগেই দেখেছি যে, ইসলাম ধর্মেও মূল উৎস হলো কোরআন এবং হাদীস। এইউৎস দু'টি মূলত রাসূল (রাঃ)-এর মাধ্যমে পাওয়া। সেজন্য তাঁর মৃত্যুর পরে এইউৎস দু'টির চলমানতা বন্ধ হয়ে যায় এবং দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের সমস্যা মোকাবিলাকরার জন্য পরবর্তীতে চিন্তাবিদগণ কোরআন এবং হাদীসের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সেসময়, চলমান জীবনের এমন অনেক সমস্যা নতুন করে দেখা দেয় যার ব্যাখ্যা সরাসরি কোরআন এবং হাদীসে সরাসরিভাবে নেই। সেক্ষেত্রে কোরআন এবং হাদীসের ব্যাখার আলোকে সেসব সমস্যার সমাধান দিতে হয়েছে। সেজন্য সঙ্গতভাবেই বিভিন্নধরনের মতের অমিল এক্ষেত্রে প্রকটিত হয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। এভাবে আমলকারী মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের নানাবিধ কার্যকলাপ সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয় এবং বিভিন্ন মযহাবে রূপান্তরিত হয়। যেমন হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বলী।

এছাড়া জ্ঞানের বিভিন্ন উৎসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য চিন্তাবিদরা বিভিন্নচিন্তাগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। কোরআন ও হাদীস মিলে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ আমরা কোরআন এবং হাদীসের মধ্যে পাই। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে ইসলাম পরীক্ষণ এবং নিরীক্ষণ ছাড়াও প্রজ্ঞা (আক্বল), সামাজিক আচরণ (নক্বল) ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (কাশ্‌ফ)-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে মনে করে। কোরআন এবং হাদীসে এগুলোর পৃথক এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের আধার হতে হলে এই তিনটি উৎসের সবই কাজে লাগানো দরকারণ কিন্তু কালক্রমে এগুলোর সুষম ব্যবহার মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। বরং এক একটি উৎসের ওপর নিজেদের ইচ্ছামত বেশী গুরুত্ব আরোপ করে তাঁরাবিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এভাবে মুতাযিলা, দার্শনিক (ফালাসিফা), আশারিয়া এবং সুফী চিন্তাবিদদের উদ্ভব ঘটে। প্রজ্ঞা (আক্বল)-কে জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেছে মুতাযিলা ও দার্শনিকরা এবং এজন্য তাঁরা কোরআনের প্রজ্ঞান্বিত ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সামাজিক প্রথা (নক্বল)-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে মেনে নিয়েছেন আশারীয়া চিন্তাবিদেরা এবং এই দিকটাকে কোরআনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিশ্চিত

করতে ঘেয়েছেন। আবার অন্যদিকে স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (কাশ্‌ফ)-কে সুফীরাতাঁদের জ্ঞানের উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন। জ্ঞান আহরণের এই উৎসগুলো মুসলিম চিন্তাবিদদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

৩. মুসলিম চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের বৈদেশিক কারণ

মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠী আবির্ভাবের পেছনে অনৈসলামিক বা ইসলাম বহির্ভূত অনেক বিষয় কাজ করেছিল। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবে বিভিন্ন ধরনের ধ্যান-ধারণা প্রচলিত ছিল, যেগুলো মুসলমানদের মধ্যে পরবর্তীতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাছাড়া ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং প্রসারের সাথে সাথে মুসলিম সাম্রাজ্যও প্রসার লাভ করে। স্বাভাবিকভাবে বিজিত স্থানের ধ্যান-ধারণা, ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় মুসলিম চিন্তাবিদদের দারুণভাবে প্রভাবিত করে এবং মূলচিন্তাধারায় অনুপ্রবেশ করে। ইসলামমূলত সহনশীল এবং সর্বজনীন ধর্ম। যার কারণে এ সমস্ত ইসলাম বহির্ভূত বিষয়াদি অতি সহজে চিন্তাবিদদের মনে স্থান করে নেয়। সাইয়েদ আব্দুল হাই বলেন, "This tolerant attitude helped the mass of the Muslims greatly in adapting to foreign manners, customs and religious ideas"। আবার অন্যদিকে অন্যান্য ধর্ম থেকে যারা নতুন ধর্ম হিসেবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় তারা তাদের আগের ধর্মের অনেক ধ্যান-ধারণা ভুলতে পারেনি বা বাদ দিতে পারেনি। সে কারণে সেসব ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর বিভক্তিতে অনেক সাহায্য করেছিল।

সার-সংক্ষেপ

মুসলিমদর্শনের ইতিহাসে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের নানান ধরনের কারণের মধ্যে রাজনৈতিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং বৈদেশিক কারণগুলো সবচেয়ে বেশী দায়ী।তবে কোরআন এবং হাদীসেরমূল শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যেসব বিষয় বা কার্যাবলীর মধ্যেচিন্তার ন্যূনতম অবকাশ ছিল সেসব বিষয়ে মতপার্থক্য মূলত সৃষ্টি হয়েছে এবং চিন্তাগোষ্ঠী গঠনে সহায়তা করেছে। যদি এসব বিষয় একটু গভীরভাবে চিন্তা করে অনুধাবন করা যেত তাহলে এত বেশী চিন্তাগোষ্ঠী ইসলামের ইতিহাসে জন্মলাভ করত না। অবশ্য আমরাদেখি যে, মুসলিম দর্শনে কোন এক বিশেষ গোষ্ঠীর বিপরীতে অন্য একডট গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং পূর্বের গোষ্ঠী অবলুপ্ত হয়েছে।সর্বোপরি ইসলামের মূলশিক্ষা একইভাবে বিরাজমান।

অনুশীলনীঃ মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের কারণগুলোর দার্শনিক ভিত্তি ব্যাখ্যাকরুন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

চিন্তাগোষ্ঠী ধর্মীয়-রাজনৈতিক মুহাজির জ্ঞানতাত্ত্বিক উমাইয়া দার্শনিক
অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বৈদেশিক শিয়া প্রজ্ঞা রাজনৈতিক আনছার

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. সত্য ও মিথ্যা

১. কোরআন ও হাদীস মিলে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। সত্য/মিথ্যা
২. পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের জন্যতিনটি উৎসের সবই সমানভাবে কাজে লাগানো রদরকার নেই। সত্য/মিথ্যা
৩. উমাইয়ারা খুব ধর্মভীরু ছিল। সত্য/মিথা
৪. ইসলামে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের সঙ্গেসঙ্গে শুরু হয়। সত্য/মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের জন্য কয়টি কারণমূলত দায়ী ?
ক)একডট খ)দু'টি
গ) চারটি ঘ)তিনটি

২. নিম্নের কোন্ গোষ্ঠীটি রাজনৈতিক কারণে উদ্ভূত হয়েছিল ?
ক) উমাইয়া খ) মুতাযিলা
গ) সুফী ঘ) মুরযিয়া

৩. কোরআন এবং হাদীসের ওপর নির্ভরশীলকোন্ কারণটি ?
ক) রাজনৈতিক খ) জ্ঞানতাত্ত্বিক
গ) বৈদেশিক ঘ)কোনটিই নয়

৪) কুরাইশ বংশ নিম্নের কোন্ বংশের সমন্নয়ে গঠিত ?
ক) হাশিম ও উমাইয়া খ) আনছার ও মুহাজির
গ) শিয়া ও সুন্নী ঘ)কোনটিই নয়

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। জ্ঞানের তিনটি উৎসেরসংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২। বিভিন্ন মুসলিম চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের বৈদেশিক কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। মুসলিম দর্শনে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের জন্য কয়টি কারণমূলত দায়ী এবং কী কী ?ব্যাখ্যাকরুন।
২। মুসলিম চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের কোন্ কারণকে আপনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন ? মন্তব্যসহ ব্যাখ্যাকরুন।

উত্তরমালা

অ. ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। মিথ্যা ৪। সত্য
আ. ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। ক

পাঠ - ২

বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠী র শ্রেণীবিভাগ
(Classification of the Different Schools of Thought)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুসলিম চিন্তাগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাগোষ্ঠীর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠী সম্পর্কে বিবরণ দিতেপারবেন।
- দার্শনিক চিন্তাগোষ্ঠীর স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ভূমিকা

মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে উদ্ভূত চিন্তাগোষ্ঠীকে মোট তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। এই ভাগগুলো হলোঃ ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাগোষ্ঠী, ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠী এবং দার্শনিক গোষ্ঠী। ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাগোষ্ঠী রাজনৈতিক কারণকে মূলত সামনে রেখে উদ্ভূত হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের দুর্দমনীয় প্রতিযোগিতাই ছিলএই উদ্ভবের পেছনে প্রধান কারণ। এই চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যেসুন্নী, খারিজী এবং শিয়া অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা, আল্লাহর গুণাবলী, প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশের বিরোধ ইত্যাদি সমস্যাগুলোই মূলতএই বিভাজনে কাজ করেছিল। জাবারিয়া, কাদারিয়া, মুরযিয়া এবং সিফাতিয়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর সদস্যগণ ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত । আবার ইসলাম ধর্মের প্রজ্ঞান্বিত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কিছু চিন্তাবিদ অগ্রসর হন এবং স্বতন্ত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। এভাবে যে চিন্তাগোষ্ঠীর উন্মেষ লাভ করেছে তাঁরা হলেন দার্শনিক।

মুসলিম চিন্তাগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম। সংকীর্ণ গোত্রীয় বিধান ইসলামে নেই। তথাপি ধর্মীয়, সামাজিক এবং চিন্তার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার বিষয়টি ইসলাম এড়াতে পারেনি। কারণ মুসলিম সাম্রাজ্য প্রসারের ফলেই ইসলাম সীমাবদ্ধ গন্ডীর বাইরে তার নিজস্ব ধর্মীয় গুণাগুণের সাথে অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন বিষয় আত্মস্থ করে। বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন স্বভাবের মানুষ কোরআন এবং হাদীসের একটু স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াসী হয়। ফলে মূলমুসলিম সংস্কৃতির সাথে নতুন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটে। সহনশীল ধর্ম হিসেবে ইসলামঅন্যান্য সংস্কার ও সংস্কৃতি গ্রহণে তার সমর্থকদের উদ্বুদ্ধ করে। এইবিষয়গুলো মূলতমুসলমানদের বিভিন্ন গোত্রে বা চিন্তাগোষ্ঠীতে বিভক্ত করতে সহায়তা করেছে।

এসব চিন্তাগোষ্ঠীকে মোট তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাগোষ্ঠী, ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠী এবং দার্শনিক গোষ্ঠী। এই প্রধান শ্রেণীগুলোকে আবার বিভিন্ন উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন ঃ

ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাগোষ্ঠী

১। সুন্নী ২। খারিজী ৩। শিয়া

ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠী

১। জাবারিয়া ২। কাদারিয়া ৩। মুরযিয়া ৪। সিফাতিয়া

দার্শনিক গোষ্ঠী

১। মুতাযিলা ২। আশারীয়া ৩। সুফী ৪। দার্শনিক (ফালাসিফা)

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগকে আমরা চুলচেরা বিভাগ হিসেবে ধরবো না। কারণএই ধরনের শ্রেণীবিভাগ করা রীতিমত অসম্ভব বিষয়। এ প্রসঙ্গে সাইয়েদ আব্দুল হাই বলেন, "The school that was in the beginning only a political one, afterwards, according to circumstances, drew a theology of its own and also its particular philosophy"। অবশ্য স্বাভাবিকভাবে মনে হয়েছে যে, প্রথমে এ সমস্ত গোষ্ঠী ধর্মতাত্ত্বিক কারণে উদ্ভূত হয়েছে; কিন্তু একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে যে, রাজনৈতিক কারণই এর উৎসমূলে বেশী কাজ করেছে। সেজন্য উপযুক্ত শ্রেণীবিভাগ অনেকটা ইচ্ছাকৃত বলে মনে হয় ফলে এ বিভাজন বস্তুনিষ্ঠ নয়।

১. ধর্মীয়-রাজনৈতিকচিন্তাগোষ্ঠী

ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাগোষ্ঠীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলোএই গোষ্ঠী অনেকটা সরাসরি রাজনৈতিক কারণকে সামনে রেখে নিজেদের মধ্যে বিভাজন টেনেছেন। কিন্তু সে সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, ধর্মীয় অনুভূতিকে তাঁরা বিসর্জন দেননি। শুধুমাত্র পার্থিব ক্ষমতা লাভের ব্যাপারে তাঁরা নিজেদের মধ্যে এরূপ চিন্তাগোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছেন। এ ধরনের বিভাজনের পেছনে ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতাই মুখ্য কারণছিল। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা পেশীশক্তি বলে অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল সে সময় একটা প্রথায় পরিণত হয়। কিন্তু ইতিহাস যে কথাটি বলে সেটি হলো, এই দুস্পন্থার কোনটিই দলীয় দ্বন্দ্ব সংঘাত এড়াতে পারেনি। মুসলিম দর্শনের ইতিহাসেও একই অবস্থা সংঘটিত হয়েছে। নেতৃত্ব লাভের প্রতিযোগিতায় মুসলমানরা তাই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

এই পন্থায় যেসব ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় তাদের মধ্যেসুন্নী, খারিজীও শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সুন্নী চিন্তাগোষ্ঠী গোঁড়া মুসলমানদের অনেকটা কাছাকাছি। বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ মুসলিমই এই চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। অপেক্ষাকৃত মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এই গোষ্ঠী মনে করে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের ব্যাপারে কোন বিশেষ পরিবার বা বংশ দরকার পড়ে না। বরং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বংশের বাইরে যে কোন বয়স্ক, স্বাধীন, সুস্থ এবং অভিজ্ঞ লোকই নেতৃত্বের জন্য যথেষ্ট। তাঁরা শিয়া এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে ইমাম বা খলিফা কোন্ পেশার লোক হবেন, এ প্রশ্নে দ্বিধান্বিত ছিলেন।

অন্যদিকে সরাসরি ধর্মের ব্যাপারে সুন্নীদের মধ্যে একটু বেশী তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। কোরআন এবং হাদীস সরাসরি অনুসরণ করার মাধ্যমে তাঁরা হযরত (সাঃ)-এর নির্দেশ, কর্মপদ্ধতি ও শিক্ষাগ্রহণ করার পক্ষপাতী এবং সে কারণেই তাঁরাসুন্নী। সুন্নীরা কোরআন ও হাদীসকে ব্যাখ্যার এক পর্যায়ে ইজমা ও কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করেন । এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ তাঁরা চারটি মযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়েন । মযহাবগুলো হলো ঃ হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী।

খারিজীরা হযরত আলী (রা:)-এর বিরোধী একটি গ্রুপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। খাঁটি মুসলমানদের মধ্য থেকে খারিজীরা নিজেদের পৃথক করে নেন এবং নিজেরা এরূপ নাম ধারণকরেন। তাঁরা আলী এবং মুয়াবিয়ার নেতৃত্ব অস্বীকার করে তৃতীয় অন্য কোনব্যক্তির নেতৃত্বের কথা ঘোষণা করেন। সেটা বাস্তবে সম্ভব হয়নি বিধায় তাঁরা আলী ও মুয়াবিয়ার নেতৃত্ব মেনে নেননি। যার জন্য তাঁরা হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর পরে কাউকে নেতা হিসেবে গণ্য করেননি।

শিয়া হলোএই চিন্তাগোষ্ঠীর অন্য একডট চরমপন্থী এবং উগ্র চিন্তাগোষ্ঠী। তাঁরা মূলত রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর সমর্থক ছিলেন। তবে পরবর্তীতে তাঁরা ধর্মতাত্ত্বিক গোষ্ঠীতে রূপ নেন। মুয়াবিয়া এবং আলীর মধ্যে সংঘটিত সিফ্ফিনের যুদ্ধের তৎপরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত প্রতারণামূলক সালিশীর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়।

২. ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠী

রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর কিছুকাল পর্যন্ত মুসলমানরা ধর্মের কোন ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতেন না।কিন্তু কালক্রমে এ অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং ইসলামের মূলনীতিকে ব্যাখ্যা করার বা খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ আব্দুল করীম শাহ রিস্তানী এই বিভেদের কিছুকারণ উল্লেখ করেছেন। কারণগুলো হলো ঃ

১। মানুষ স্বাধীনভাবে তার কর্ম করতে পারে কি-না ; অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি-না?
২। আল্লাহর গুণাবলী বিষয়ে ; অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলী তাঁর অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত কি-না?
৩। মানুষের কর্ম তার বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কি-না?
৪। সত্য নির্ধারণের ব্যাপারে প্রজ্ঞা এবং প্রত্যাদেশের মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য?

তবে উপরোক্ত কারণছাড়াও ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠী উন্মেষের আরও কিছু মৌলিক কারণ কাজ করেছিল। এর মধ্যে কোরআনে বর্ণিত কিছু সমাধানহীন সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হলো, 'খোদার একত্ব', 'খোদার গুণাবলী', 'মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা', 'খোদার সর্বময়তা' ও 'আত্মার অমরতা' ইত্যাদি। স্বাভাবিক কারণে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান কল্পে মুসলিম চিন্তাবিদরা তাদের নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগ করে। এই যুক্তি প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় তাঁরা ঐক্যমতে পৌছাতে পারেননি এবং সঙ্গত কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন।এই চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে জাবারিয়া এবং কাদারিয়াগণ যুক্তিপ্রয়োগ প্রক্রিয়ায়মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে তাঁরা বিভক্ত হন। অন্যদিকে চরমপন্থী খারিজীদের বিপরীতে এবং হাশরের দিনে কোন্ কোন্ বিষয়ে আল্লাহ বিচারের আগে বিচারকার্য স্থগিত রাখার পক্ষপাতী? মুরযিয়ারা ছিলেন এসব ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত মোলায়েম মনোভাব-সম্পন্ন একডট গোষ্ঠী। আবার আল্লাহর গুণাবলীর ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপকারী সিফাতিয়া গোষ্ঠী অনেকটা জাবারিয়া এবং কাদারিয়া গোষ্ঠীর বিরোধের বিপরীতে উন্মেষ লাভ করেছিল।

৩. দার্শনিক চিন্তাগোষ্ঠী

সরাসরি প্রজ্ঞাকে আশ্রয় করে মুসলিম দর্শনে যে চিন্তাগোষ্ঠীর উন্মেষ লাভ ঘটেছে তাকে দার্শনিক চিন্তাগোষ্ঠী বলা হয়। তবে কাদারিয়া ও জাবারিয়া চিন্তাবিদদের অনেকচিন্তার বিষয়বস্তু দার্শনিকরা পরবর্তীতে আলোচনা করেছেন। মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তার অনেকবিষয় গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অর্থাৎ গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত মুসলিম দার্শনিকরা প্রজ্ঞা এবং স্বজ্ঞার আশ্রয় তাঁদের চিন্তাধারায় ব্যক্ত করেছেন। যেমন মুতাযিলা এবং আশারিয়ারা গ্রীক দর্শনের চেয়ে কোরআন এবং হাদীসের ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। আর মুসলিম দার্শনিকরা সরাসরি গ্রীক দর্শন অধ্যয়নের মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। এদের মধ্যে বিখ্যাত দার্শনিক হলেন আল-কিন্দি, আল-ফারাবী, ইবনে সিনা, ইমাম গাযালী, ইবনে রুশ্‌দ প্রমুখ। আবার এর মধ্যে অনেকে আছেন সুফীবাদের ধ্বজাধারী যাঁরা জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে স্বজ্ঞাকে প্রধান উপায় হিসেবে গণ্য করেছেন।

সার-সংক্ষেপ

মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে যেসব চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে সেগুলোকে আমরা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। সেগুলো হলো : ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাগোষ্ঠী, ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠী এবং দার্শনিক গোষ্ঠী। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি গোষ্ঠী বিভাজনের জন্য মূলত ধর্মীয় আলোচনামুখ্য। ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে সুন্নী,খারিজী এবং শিয়া; ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে জাবারিয়া, কাদারিয়া, মুরযিয়া ও সিফাতিয়া; এবং দার্শনিকদের মধ্যে পড়ে মুতাযিলা, আশারীয়া, সুফীও দার্শনিকরা।

অনুশীলনী ঃ মুসলিম চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের কারণগুলো সম্পর্কে আপনার নিজস্ব যুক্তি উপস্থাপন করুন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বজ্ঞা উগ্র চরম সালিশী মযহাব আশারীয়া
মুতাযিলা সিফ্ফিন গ্রীক দর্শন ধর্মীয় অনুভূতি মধ্যপন্থা মুয়াবিয়া

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। মুসলিম দর্শনের গোষ্ঠীগুলো উদ্ভবের কারণকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। সত্য/মিথ্যা
২। দার্শনিক গোষ্ঠী গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হননি। সত্য/মিথ্যা
৩। খারিজীরা হযরত আলী (রাঃ)-এর সমর্থক ছিলেন। সত্য/মিথ্যা
৪। মুসলমানদের ইমাম যে-কোন বংশের লোক হতে পারেন বলে সুন্নীরা মনে করেন। সত্য/মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মুসলমানদেরকে মোট কয়টি চিন্তাগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়

ক)একডট খ) দ'টি
গ)তিনটি ঘ)চারটি

২। ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে নিম্নের কোন্ নামটি ?

ক)মুতাযিলা খ) মুরযিয়া
গ)সুন্নী ঘ) শিয়া

৩। মুসলিম দার্শনিকদের মতে জ্ঞানের সরাসরি উৎস কোন্টি ?

ক)প্রজ্ঞা খ)সামাজিক আচরণ
গ)স্বজ্ঞা ঘ) অভিজ্ঞতা

৪। সুন্নী মযহাব মোট কয়টি ?

ক)একডট খ)দু'টি
গ)চারটি ঘ)তিনটি

ই. সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন

১। খারিজী চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের কারণ আলোচনা করুন।
২। সুন্নীদের মতসংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। **মুসলিম** দর্শনে যেসব **চিন্তাগোষ্ঠীর** উন্মেষ লাভ **ঘটেছে** সেগুলোর শ্রেণীবিভাগ **করুন**।

২। ধর্মতাত্ত্বিক **চিন্তাগোষ্ঠীর** দার্শনিক **মতামত ব্যাখ্যা করুন**।

উত্তরমালা

অ. ১। **সত্য** ২। **মিথ্যা** ৩। **মিথ্যা** ৪। **সত্য**

আ. ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। গ

পাঠ - ৩

সুন্নী, শিয়া এবং খারিজী
(The Sunnis, the Shiahs and the Kharijis)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সুন্নীচিন্তাগোষ্ঠী সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিয়া চিন্তাগোষ্ঠী সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- খারিজী চিন্তাগোষ্ঠী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

ধর্মীয় অনুভূতিকে সামনে রেখে পার্থিব ক্ষমতা লাভ করা ছিল ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাগোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য। সুন্নী চিন্তাগোষ্ঠী শরীয়তের বিধান মেনে চলত। সেজন্য মুসলমান নামধারী সবাইকে কোন-না-কোনভাবে সুন্নীবলা যায়। কোন বিশেষ গোত্রের বা বংশের কেউ খলিফা হবে এ ধরনের মনোভাব সুন্নীরা পোষণ করতো না। এখানেই খারিজী এবং শিয়াদের সাথে তাদের বিরোধ। শিয়ারা ইমাম নির্বাচনের বিষয়টি খুবই গুরুত্ব দিত এবং এই মনোভাব পোষণ করতো যে, একমাত্র আলী (রাঃ)-ই খলিফা নির্বাচিত হবেন। অন্যদিকে, চরমপন্থী খারিজীরা মনে করতো যে, 'কোন বিষয়ে রায় দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর রায় না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের যে কোন ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা দরকার' এইমতবাদের অনুসারী হয়ে একদল মুসলমান যারা আলী (রাঃ)-এর পক্ষ ত্যাগ করে তাঁরাই মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে খারিজী নামে পরিচিত।

১. সুন্নীচিন্তাগোষ্ঠী

শরীয়ত মান্যকারী মুসলিমরা বিশেষত সুন্নী হিসেবে পরিচিত। সুন্নীচিন্তাগোষ্ঠীতে প্রায় সব মুসলমানদের কোন না কোনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সুন্নীরা মনে করেন যে কোন স্বাধীন, বয়স্ক এবং বিবেকবান মুসলমানই খলিফা হতে পারেন; কুরাইশ বংশ বা অন্য কোন বংশের হতে হবে, এমন কোন কথা নেই।এখানেই খারিজী এবং শিয়াদের সঙ্গে তাদের বিরোধ।অধ্যাপক সাইয়েদ আব্দুল হাই বলেন : 'According to the Sunnis, who formed the main group of the Muslims, the Khalifah need not be of the family of the Prophet'। সেজন্য সুন্নীরা সকল খলিফাকেই স্বীকার করেন।

যেহেতু সুন্নীরারাসূল (সাঃ)-এর সরাসরি অনুসারী, সেজন্য তাদের মূলবিষয় হলো কোরআন এবং হাদীস মেনে চলা। ঠিক একই সাথে তাঁরা খোলাফায়ে রাশেদীনদের দেওয়া সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তীকালের ইজমা ও কিয়াসকে চলমান জীবনের সমস্যার সমাধান কল্পে কোরআন এবং হাদীসের পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করে। সুন্নীদের মধ্যে মোট চারটি মযহাব রয়েছে যা ইজমা এবং কিয়াসের ফসল। আবার এই চার মযহাবের সাথে মোট চারটি ইমাম-এর নাম জড়িত; অর্থাৎ এই চার ইমাম উক্ত চার মযহাবের প্রবক্তা। এই চারটি মযহাব হলো হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী এবং ইমামগণ হলেন যথাক্রমে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ওইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বলী।

উপর্যুক্ত ইমামগণের মতামত মানা এবং না মানার ওপর ভিত্তি করে সুন্নীদের দু'ভাগে ভাগ করা যায় : মুকাল্লিদ এবং গায়ের মুকাল্লিদ। উল্লিখিত চার ইমামের যে কোন একজন ইমামকে মেনে নিয়ে কোন মযহাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে মুকাল্লিদ বলে। আর স্বাধীনভাবে শুধু কোরআন এবং হাদীসের অনুসারী হয়ে কোন ইমামের মতামত না মানা হলো গায়ের মুকাল্লিদ। এই চিন্তাগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত কোরআন এবং হাদীসসম্মত বিধায় সঠিক অর্থে রাজনৈতিক বলা যায় না। রাজনৈতিক ততটুকু বলাযাবে, যতটুকু কোরআন এবং হাদীস দ্বারা স্বীকৃত।

২. শিয়া চিন্তাগোষ্ঠী

শিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর সঙ্গে বিদ্রোহ এবং উগ্রতাও বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইমাম নির্বাচনকে তাঁরা খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন এবং কুরাইশ বংশের মধ্য থেকে ইমাম বা খলিফা নির্বাচিত হবে বলে তাঁরা চরম মত পোষণ করেন। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নির্বাচনের পেছনে অনেক যুক্তি ছিল। কিন্তু অনেকেই মনে করেছিলন যে, রাসূল (সাঃ)-এর জামাতা এবং অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হযরত আলী (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হবেন। আর সেভাবে না হওয়াতে তাঁরা ক্ষুব্ধ হন। এ অবস্থার আরও অবনতি ঘটে যখন পরবর্তী দু'জনের মধ্যেও আলী (রাঃ) নির্বাচিত হতে পারেননি। কিন্তু আলী (রাঃ) নিজে তাঁর পূর্ববর্তী তিনজন খলিফাকে আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন।

খিলাফত গ্রহণ করা নিয়ে হযরত আলী (রাঃ) পরবর্তীতে আরও জটিল অবস্থার সম্মুখীন হন। চতুর্থ খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে হযরত আলী (রাঃ) মাবিয়ার সাথে সিফ্ফিনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তুমুল যুদ্ধ সংগঠনের এক পর্যায়ে যখন আলী'র বিজয় নিশ্চিত তখন ধূর্ত মাবিয়া সন্ধি করার প্রস্তাব দেন এবং সালিশীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সালিশী ঘটনাক্রমে প্রতারণায় পর্যবসিত হয় এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর পরাজয় ঘটে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে খারিজী চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় এবং কিছুকালের মধ্যে তাঁরা হযরত আলীকে হত্যা করেন।এই পরাজয় ও হত্যা শিয়া চিন্তাগোষ্ঠীকে আরও সংগঠিত করে এবং আলীর সমর্থকদের একডট শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। পরবর্তীতে মাবিয়ার পুত্র এজিদও তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আলীর পুত্রদ্বয় ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে নিজের স্থান পাকাপোক্ত করেন। হাসান ও হোসেনের হত্যাকান্ড শিয়াদের একডট পরিপূর্ণ এবং পরিণত চিন্তাগোষ্ঠীতে পরিণত করে। অধ্যাপক পি.কে. হিট্টি বলেন, "The blood of al-Husayn, even more than that of his father, proved to be the seed of the Shia' ite 'church"।

শিয়াদের মধ্যেআবার উপশ্রেণী রয়েছে। এই উপশ্রেণীকে মূলততিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ইস্না আশারিয়া, জায়েদিয়া এবং সাবিয়া বা ইসমাইলিয়া। শিয়াদের মূলমতবাদকে আমরা নিম্নোক্ত উপায়ে বিভাজন করতে পারি ঃ

১। শিয়ারা কলেমা তাইয়্যেবার কিছুটা পরিবর্তন করে গ্রহণ করেন।মূল কলেমা'র সঙ্গে তাঁরা 'আলী খলিফাতুল্লাহ' অর্থাৎ 'হযরত আলী আল্লাহরখলিফা' যোগ করেন।

২। নেতৃত্বের যোগ্যতা এবং অধিকার একমাত্ররাসূল (সাঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে বলে তারা মত প্রকাশ করেন।

৩। শিয়ারা ইসলামের প্রথম তিনখলিফাকে কোনভাবেই মেনে নেননি।

৪। তাঁদের মতে খলিফা নির্বাচনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর; আর কারও এই ক্ষমতা নেই।

৫। ইসলাম বহির্ভূত কিছু কাজ ও বিশ্বাস তাঁরা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ইমাম মাহদী'র আবির্ভাবের কথা বিশ্বাস ও প্রচার অন্যতম।

৬। কোরআন শরীফের নিত্যতার ব্যাপারে তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন।

৩. খারিজীচিন্তাগোষ্ঠী

খারিজীরাও শিয়াদের মত উগ্রপন্থী এবং বিদ্রোহী। এক অর্থে তাঁরা প্রথম পর্যায়ে শিয়া ছিলেন। অর্থাৎ সিফ্ফিনের যুদ্ধের ঘটনায় তাঁরা তাঁদের সমর্থন তুলে নেন এবং পরে হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। সিফ্ফিনের যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় জেনে মাবিয়া সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং এক সালিশীর আয়োজন করেন যাতে করে অহেতুক রক্তপাত এড়ান যায়। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি। অত্যন্ত সুকৌশলে এবং ধূর্ততার সাথে মাবিয়া তাঁর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখেন।এই ঘটনার পর একদল আলীপন্থী মুসলিম আলীর দলত্যাগ করে খারিজী নাম ধারণ করেন।খারিজী অর্থ দলত্যাগী। অধ্যাপক সাইয়েদ আব্দুল হাই বলেন, "The Khariji literally means dissenters. The Kharijis are called so, as they dissented from the other muslims. As such, they cannot be regarded as Sunnis, who form the general body of the Muslims" ।

খারিজীরা আলীর বিরোধিতা এজন্য করেছিলেন। যে, অনুষ্ঠিত সালিশীর মধ্যেতিনি (আলী) মাবিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বের দাবী জোরালোভাবে ঘোষণা করেননি। সেজন্য দলত্যাগের পর খারিজীরা আলী ও মাবিয়া উভয়কেই নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচিত করতে তৎপর হয়েছিলেন। অবশ্য সে নির্বাচন গণতান্ত্রিক উপায়ে হতে হবে। অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে যে কেউ খলিফা নির্বাচিত হতে পারেন। কোন বিশেষ পরিবার থেকে নেতা নির্বাচিত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। যোগ্য কোনমুসলিম নারীও এই পদের জন্য উপযুক্ত হতে পারেন।

খারিজীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মতবাদহলো, 'কোন বিষয়ে রায় দেওয়ার মালিক একমাত্রআল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর রায় না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা দরকারণ' স্বাভাবিকভাবে তাই অন্যান্যমুসলমানদের প্রতি তাঁরা বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন এবং এটাই ছিল নিরন্তর সংঘর্ষ এবং বিদ্রোহের কারণ। এদের মধ্যেও কিছু উপগোষ্ঠী ছিল। তন্মধ্যে আবেদীয়া এবং আজারিকা অন্যতম। আবেদীয়ারা অপেক্ষাকৃত মোলায়েম এবং মধ্যপন্থী ছিলেন।এই গোষ্ঠীর সমর্থকদের কেন্দ্র ছিল বসরা। অন্যদিকে আজাকিরারা একটু উগ্রপন্থী ছিলেন এবং তাঁরা অন্যান্যমুসলমানদের মুসলমান বলতে অনাগ্রহ প্রদর্শনকরতেন।

সার-সংক্ষেপ

দার্শনিক ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যেসুন্নী, শিয়া এবং খারিজীরা অন্তর্ভুক্ত। সুন্নীরা অপেক্ষাকৃত মধ্যপন্থী এবং ধর্মতাত্ত্বিক গোষ্ঠী যাদেও মধ্যেচারটি মযহাব রয়েছে। কোন বিশেষ পরিবার থেকে ইমাম নির্বাচন করতে হবে বলে তাঁরা মনে করেন না। শিয়া চিন্তাগোষ্ঠী বরাবরই হযরত আলী (রাঃ)-এর সমর্থক এবং একডট বিশেষ পরিবার থেকে খলিফা নির্বাচনের জন্য তাঁরা মত দেন। অন্যদিকে খারিজীরা হযরত আলী (রাঃ) এবং মাবিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত সালিশী রায়ের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আলীর দলত্যাগ করেন। তাঁরা সরাসরি গণতন্ত্রের মাধ্যমে খলিফা নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন।

অনুশীলনী ঃ শিয়া, সুন্নী ও খারিজীদের দার্শনিক মতবাদের তুলনামূলক আলোচনাকরুন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

হানাফী দলত্যাগ উপগোষ্ঠী শাফেয়ী মুকাল্লিদ আবেদীয়া মালিকী
আজারিকাহাম্বলী মধ্যপন্থা গায়ের মুকাল্লিদ খোলাফায়ে রাশেদীন

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। শিয়ারা হযরত আলী (রাঃ)-এর সমর্থক ছিলেন। সত্য/মিথ্যা

২। আবেদীয়ারা উগ্রপন্থী ছিলেন।সত্য/মিথ্যা

৩। সিফ্ফিনের যুদ্ধে অবশেষে হযরত আলী (রাঃ)-এর জয় হয়েছিল। সত্য/মিথ্যা

৪। খারিজী ও শিয়ারা উগ্রপন্থী ছিলেন। সত্য/মিথ্যা

আ.নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সুন্নীদেও মধ্যে মূলত মযহাব রয়েছে

ক)একডট খ) দু'টি

গ)পাঁচটি ঘ)চারটি

২। শিয়ারা নিম্নের কোন্ খলিফাকে সমর্থন করেন

ক)হযরত ওমর (রাঃ) খ)হযরত ওসমান (রাঃ)

গ)হযরত আলী (রাঃ) ঘ)হযরত আবুবকর (রাঃ)

৩। খারিজীরা নিম্নের কোন্ খলিফাকে বিরোধিতা করে হত্যা করেন ?

ক)হযরত আলী (রাঃ) খ)হযরত ওমর (রাঃ)

গ)হযরত আবুবকর (রাঃ) ঘ)হযরত ওসমান (রাঃ)

৪। খারিজীদের মধ্যে অন্যতম কয়টি উপগোষ্ঠী ছিল

ক)একডট খ)চারটি

গ)তিনটি ঘ) দু'টি

ই. সংক্ষিপ্তরচনামূলক প্রশ্ন

১। খারিজী চিন্তাগোষ্ঠীর মতবাদ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২। শিয়াদের মতবাদ অতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিয়া ও সুন্নীদের মতবাদের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

২। শিয়া ও খারিজীদের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

অ. ১। সত্য ২। মিথ্যা ৩। মিথ্যা ৪। সত্য

আ. ১। ঘ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠ - ৪

মুরযিয়া এবং সিফাতিয়া
(The Murjias and the Sifatiyas)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুরযিয়া চিন্তাগোষ্ঠী সম্পর্কে বর্ণনা করতেপারবেন।
- সিফাতিয়া চিন্তাগোষ্ঠী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

ভূমিকা

চরমপন্থী খারিজীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ যখন চরমে তখন অপেক্ষাকৃত মোলায়েম মনোভাবসম্পন্ন একটি চিন্তাগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে তাঁরা মুরযিয়া চিন্তাগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত।তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, কোনব্যক্তির যদি আল্লাহ ও রাসূলের ওপর বিশ্বাস থাকে তাহলে অনন্তকাল ধরে সে দোযখে থাকবে না। সাবিত কুট্না মুরযিয়া চিন্তাগোষ্ঠী সম্পর্কেকিছু লিখে যান। অন্যদিকে জাবারিয়া চিন্তাগোষ্ঠী তাঁদের মতবাদের কিছুটা পরিবর্তন করে সিফাতিয়া চিন্তাগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। তাঁরা আল্লাহর গুণাবলীকে তাঁর সত্তা থেকে পৃথক বলে মনে করেন । অবশ্য তাঁরা অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

১. মুরযিয়া চিন্তাগোষ্ঠী

ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে মুরযিয়া এবং সিফাতিয়া অন্যতম। রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মত এই গোষ্ঠীদ্বয় খুব বেশী সংগঠিত ছিল না। কারণ তাঁরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। মুরযিয়ারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের প্রকৃতি কেমন হবে সে বিষয়ে আলোচনাকরেছেন । কিন্তু সিফাতিয়ারা আল্লাহর কার্যাবলীর আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন ।

চরমপন্থী খারিজীদের মতবাদের বিপরীতে অপেক্ষাকৃত মোলায়েম মনোভাবাপন্ন চিন্তাগোষ্ঠীহলো মুরযিয়া। এইচিন্তাগোষ্ঠী হিজরী প্রথম শতকের শেষভাগে সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ায় প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং একডট বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আকর্ষণ সৃষ্টিকরতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কখনও খারিজী এবং শিয়াদের মত সংগঠিত চিন্তাগোষ্ঠীর বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। মুরযিয়ার শব্দগত অর্থ প্রতিপাদন করতে গিয়ে অধ্যাপক সাইয়েদ আব্দুল হাই বলেন, "The word Murji'a comes from the word Irja', meaning to hope or to postpone. Therefore a Murji'a is one who hopes or postpones one who says that there is hope for all or one who postpones judgement until it is pronounced by God" ।

ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে মুরযিয়ারা মনে করেন যে, কোনমানুষের যদি আল্লাহ এবং তার রাসূলের ওপর বিশ্বাস থাকে তাহলে সে অনন্তকাল দোযখে থাকবে না। এখানেই খারিজীদের সঙ্গে মুরযিয়াদের পার্থক্য। খারিজীরা মনে করেন যে, আল্লাহরওপর তার বিশ্বাস থাকলেও কোন পাপী যদি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে সে অনন্তকাল দোযখে থাকবে। কারণ তওবা যে করে না

তাকে প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমান বলা যায় না। কিন্তু মুরযিয়ারা মনে করেন যে, সমস্ত মুসলিম হলো ইসলামধর্মের সদস্য এবং সেজন্য তাদেরকে আল্লাহ শেষ বিচারের দিনে পাপ ও পুণ্যেও বিচার করবেন এবং শাস্তি ও পুরস্কার দিবেন। সেজন্য একমাত্র আল্লাহই বিচার করা এবং শাস্তি ও পুরস্কার দেওয়ার মালিক, মানুষ নয়। আবারখারিজীরা তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফা যথাক্রমে হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে বিরোধিতা করে তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । কিন্তু মুরযিয়ারা ইসলামের চার খলিফাকেই ভাল বলে গ্রহণ করেছিলেন।

সাবিত কুট্না সম্ভবত মুরযিয়া চিন্তাগোষ্ঠীদের সম্পর্কে প্রথমে কিছু লিখে যান। তাঁরএকডট কবিতার মধ্যে মুরযিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর সারবস্তু খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'সন্দেহজনক কোন বিষয়ে বিচার করা অবশ্যই স্থগিত রাখতে হবে। যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করেন, তাঁরা মুসলমান। বিভ্রান্ত এবং অবাধ্যদের সম্পর্কে যা অবতীর্ণ হয়েছে বা প্রকাশিত হয়েছে তা অবশ্যইকরতে হবে। শুধুমাত্র আত্মরক্ষার খাতিরে রক্তপাত মুসলমানরা করতে পারবেন। আল্লাহ যা ঠিক বলে বিধানদিয়েছেন তা কিছুতেই অন্যথা করা যাবে না।'

অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ড মনে করেন যে, মুরযিয়া চিন্তাগোষ্ঠী উত্থানের পেছনে একডটমূলকারণ কাজ করেছিল। সেটি হলো তাঁদের ধারণা মতে পূর্ববর্তী মুসলমানরা এক ধরনের অদৃষ্টবাদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁরা পাপ ও শেষবিচার সম্পর্কে অত্যন্ত ভীত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে এ সম্পর্কে ত্রাশ কাজ করতেন। সেজন্য তাঁরা খোদার ভীতি এবং উপাসনাকে একমাত্র রক্ষার উপায় হিসেবে গণ্য করতে। এই অবস্থা সেদিনের মুসলমানদের মধ্যে ভীতি এবং নৈরাশ্যবাদের সৃষ্টি করে। সেই নৈরাশ্যবাদের বিরোধিতা করে মুরযিয়ারা। তাঁরা তখন শাস্তির ধারণা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহকে সকল মঙ্গলময়তার এবং সৃষ্টির প্রতি ভালবাসার আধার হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরেন। সেজন্য তাঁরা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস থাকা না থাকারওপর বেশী জোর দেন। মুরযিয়ারা মনে করেন যে, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ এবং রাসূল (সাঃ)-এর ওপর বিশ্বাস রাখেন তাহলে শেষ বিচারের দিনে সে কোন না কোনভাবে একদিন মুক্তি পাবেন। অর্থাৎ তাঁকে অনন্তকাল ধরে দোযখে বাস করতে হবে না।

আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার ওপর ভিত্তি করে চরমপন্থী মুরযিয়া গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। কিছু চরম মত অবলম্বনকারী মুরযিয়া মনে করেন যে, বিশ্বাস হলো অন্তরের বিষয়। সেজন্য বাইরে অর্থাৎ গণস্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। যে কেউই অন্তরের বিশ্বাসের মাধ্যমে মুসলমান হতে পারেন। কিন্তু মধ্যপন্থী মুরযিয়ারা মনে করেন যে, বিশ্বাসের বিষয়টি মনে বিশ্বাস করা এবং সে মতে কাজে পরিণত করা এসব উভয় বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা মনে বিশ্বাস করা এবং সে মতে কাজ করা একে অন্যের পরিপূরক।

উমাইয়া শাসনামলে মুরযিয়াদের অবস্থা ভাল ছিল এবং বহু সংখ্যক অনুসারী সেসময় একত্রিত হয়েছিলেন। কারণ এই শাসনামলের অনেক শাসক এইচিন্তাবিদদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁদের মতবাদ প্রচারে সহায়তা দান করেছিলেন। কিন্তু সে সময়ের অব্যবহিত পরে তাদের ভাগ্যে অত্যাচার এবং নিপীড়ন জুটেছিল।

মুরযিয়ারা বড় গুণাহ এবং ছোট গুণাহ-এর মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোরআন এবং হাদীসে স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। যার কারণে তাঁদের এই দাবী ঠিক নয়। তবে দৈনন্দিন ভাল কাজের বিনিময়ে ছোট গুণাহসমূহ মাপ হয়ে যায়, কিন্তু বড় গুণাহর জন্য তওবা আবশ্যক। তাই বলে তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে তাকে অমুসলিম বলা যাবে না।

২. সিফাতিয়া চিন্তাগোষ্ঠী

মুসলিম দর্শনের ক্রমবিকাশের জন্য যে সমস্ত চিন্তাগোষ্ঠী অবদান রেখেছিলেন তাঁর মধ্যে স্বাধীন চিন্তার অগ্রপথিক হিসেবে পরিচিত কাদারিয়া এবং জাবারিয়া চিন্তাগোষ্ঠী অন্যতম। তাদের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাসংক্রান্ত বিরোধ ছিল । সে বিরোধ অনেকদিন ধরে বহাল থাকে। যতদূর জানা যায়, জাবারিয়া চিন্তাগোষ্ঠী যখন তাঁদের মূল মতবাদের কিছুটা পরিবর্তন করে সিফাতিয়া চিন্তাগোষ্ঠীতে পরিণত হন তখন তাঁদের বিরোধের সমাপ্তি ঘটে। মুরযিয়ারা যেমন অদৃষ্টবাদ থেকে নিজেদের মুক্ত করেন এবং অন্যান্যদের মুক্ত করতে সাহায্য করেন, অনেকটা এই মতের বিপরীতে সিফাতিয়ারা কখনও অদৃষ্টবাদ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেননি। এটা হলো তাঁদের গোষ্ঠীর নঞর্থক দিক। আর সদর্থক দিক হলো তাঁরা আল্লাহর গুণাবলী সংক্রান্ত নতুন মতবাদ প্রচার করেন।

এই নতুন মতবাদ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সিফাতিয়াদের মূল উদ্দেশ্য বিকশিত হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তা থেকে পৃথক বলে মনে করেন । এই গুণগুলো হলো ঃ জ্ঞান, শক্তি, জীবন, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন, বাণী, গরিমা, ঔদার্য, দান, দয়া, গৌরব ও মহত্ত্ব। এই গুণাবলীর প্রকৃতি সম্পর্কে কোরআন এবং হাদীসে স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। দেখা যায় যে, মানুষেরমধ্যেও এসবের কিছু গুণের সমাবেশ ঘটে। তাহলে আল্লাহ এবং মানুষের ওপর কি একই অর্থে এই গুণাবলী প্রযোজ্য হবে ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সিফাতিয়ারা মনে করেন যে, আল্লাহর সত্তার গুণাবলী এবং কর্মের গুণাবলীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেজন্য তাঁদের পক্ষে আল্লাহর জন্য কিছু বর্ণনাত্মক গুণাবলী যেমন - হাত, মুখমন্ডল আরোপ করা সম্ভব হয়েছিল। সাইয়েদ আব্দুল হাই বলেন, "They also speak of hands and face of God, but with no description or explanation. They say that these attributes are in the representation of God as revealed in the Quran, so they should be accepted as such" ।

পরবর্তীকালে কোনকোন সিফাতিয়া চিন্তাবিদ মনে করেন যে, মানুষের গুণাবলী এবং আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান। এইধরনের সাদৃশ্যের কথা যারা বলেন তাঁরা মোশাবিবহা নামে পরিচিত। তাঁরা আল্লাহকে মানুষের গুণে অভিষিক্ত করেন এবং কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলীকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন, ব্যাপকার্থে গ্রহণ করেননি।

সার-সংক্ষেপ

এই পাঠে মুরযিয়া এবং সিফাতিয়াদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উভয় চিন্তাগোষ্ঠীই ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।চরম বা উগ্রপন্থী খারিজী এবং শিয়াদের মত তাঁরা ছিলেন না। তাঁরা মোলায়েমপন্থী ছিলেন। মুরযিয়া চিন্তাগোষ্ঠী হিজরী প্রথম শতকের শেষভাগে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় প্রাধান্য লাভ করেছিল। তাঁদের মতে কোনমানুষ যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস রাখেন তাহলে তাঁকে অনন্তকাল দোযখ বাস করতে হবে না। অন্যদিকে অদৃষ্টবাদের বিপরীতে সিফাতিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। তাঁরা আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সত্তা থেকে পৃথক বলে মনে করেন ।

অনুশীলনী ঃ মুরযিয়া ও সিফাতিয়া চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের আবশ্যকীয় কারণ কি ছিল? আপনার নিজস্ব মতামত দিন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

আল্লাহর গুণাবলী কবিরা গুণাহ সাবিত কুট্না মোলায়েমপন্থী ছোট গুণাহ নৈরাজ্যবাদ অদৃষ্টবাদ
কাফের পরিপূরক প্রতিক্রিয়া অনন্তকাল দোযখবাস

পাঠ - ৫

অ. সত্য ও মিথ্যা

১। মুরযিয়াদের সম্পর্কে কেউ কিছু লিপিবদ্ধ করেননি। সত্য/মিথ্যা

২। মুরযিয়ারা মনে করেন যে, শুধু আত্মরক্ষার খাতিরে মুসলমানরা যুদ্ধ করতেপারবেন। সত্য/মিথ্যা

৩। খারিজীরা ইসলামের তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফাকে গ্রহণ করেন। সত্য/মিথ্যা

৪। সিফাতিয়ারা মনে করেন যে, আল্লাহর সত্তার গুণাবলী এবং কর্মের গুণাবলীর মধ্যে কোনপার্থক্য নেই। সত্য/মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মুরযিয়ারা কোন্ চিন্তাগোষ্ঠীর অধীনে ছিল

ক)ধর্মতাত্ত্বিক খ) ধর্মীয়-রাজনৈতিক

গ)দার্শনিক ঘ)কোনটিই নয়

২। মুরযিয়া এবং সিফাতিয়ারা সংগঠিতছিল

ক)হ্যাঁ খ) না

গ) এ ধরনের প্রশ্ন করা যাবে না ঘ)বলা কঠিন

৩। সিফাতিয়া চিন্তাগোষ্ঠী মোটামুটি কোন্ চিন্তাগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গড়ে ওঠে

ক)কাদারিয়া খ)জাবারিয়া

গ)মুরযিয়া ঘ)মুতাযিলা

৪। মুরযিয়াদের মতে কেউ বড় গুণাহ করলে তাঁর কি করা উচিত

ক) চুপ থাকা উচিত খ) তওবা করা উচিত

গ) অমুসলিম হয়ে যাওয়া উচিত ঘ)কিছুই করা উচিত নয়

ই. সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন

১। মুরযিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভবের কারণ সংক্ষেপে বলুন।

২। আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সিফাতিয়ারা কী বলতে চান ?সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

ঈ. রচনামূলক প্রশ্ন

১। মুরযিয়াদের দার্শনিক মতবাদ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করুন।

২। মুরযিয়া ও সিফাতিয়াদের মতবাদের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরুন।

উত্তরমালা

অ. ১। মিথ্যা ২। সত্য ৩। মিথ্যা ৪। স

আ. ১। ক ২। ক ৩। খ ৪। খ

কাদারিয়া ও জাবারিয়া ঃ ইচ্ছার স্বাধীনতা বিরোধ
(The Qadarias and the Jabariyas : Free-will Controversy)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কাদারিয়া চিন্তাগোষ্ঠী সম্পর্কে বর্ণনা করতেপারবেন।
- জাবারিয়া চিন্তাগোষ্ঠী সম্পর্কে বিরবণ দিতেপারবেন।
- ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের বিরোধ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

মুসলিম দর্শনে কাদারিয়া ও জাবারিয়ারা স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন করেন । মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি-না? মূলতএই মতবিরোধ থেকে এই চিন্তাগোষ্ঠীদ্বয়ের উদ্ভব। কাদারিয়ারা মনে করেন যে, মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। হাসান আল-বসরীর শিষ্য মা'বাদ আল জুহানী কাদারিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা মনে করেন যে, কর্ম করার জন্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে মানুষসম্পূর্ণ স্বাধীন। যার কারণে তাঁর কাজের ফলাফলের জন্য সে নিজে দায়ী। অন্যদিকে জাবারিয়াগণ মনে করেন যে, মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য নেই। আল্লাহর ইচ্ছায় সবই হয়, এমন কি মানুষের কার্যকলাপও। সেজন্য মানুষের কাজের ফলাফলের জন্য তাঁকে সরাসরি দায়ী করা যায় না। এদিক থেকে বিচার করলে জাবারিয়ারা যে অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিলেন সে কথা বলাযায়।

১. কাদারিয়াচিন্তাগোষ্ঠী

সৃষ্টজীব হিসেবে মানুষের ভাগ্য আল্লাহর হাতে সরাসরি ন্যস্ত কি-না? সে বিষয়ে মতবিরোধের ফলস্বরূপ উদ্ভব হয়েছে কাদারিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর। বিখ্যাত সাধক ইমাম হাসান আল-বসরী মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলে মত প্রদান করেন এবং কাদারিয়া চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের বীজ বপন করেন। তাঁর-ই শিষ্য মা'বাদ আল জুহানী পরবর্তীতে কাদারিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই মতের অনুসারীদের কাদারিয়া বলা হয় এজন্য যে, তাঁরা মানুষের ইচ্ছার এবং কর্মের স্বাধীনতা আছে বলে বিশ্বাস করেন। আরবী 'কদর' শব্দ হতে 'কাদারিয়া' শব্দটি এসেছে। 'কদর' শব্দের অর্থ হলো 'শক্তি'। অর্থাৎ তাঁর (মানুষের)ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের স্বাধীন ক্ষমতা আছে।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করলে সবই করতেপারেন। ঠিক একইভাবে মানুষসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষের কর্মক্ষমতা দান করেছেন। কিন্তু সরাসরি তিনি কোন মানুষকে মধ্যে কর্ম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন না। অর্থাৎ কর্মক্ষমতা আল্লাহর দান, কিন্তু সে ক্ষমতা কর্মে প্রয়োগ করার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব মানুষের। এর জন্য বাইরের কোনকিছু দায়ী নয়। সেজন্য মানুষ যে কাজকরবে তার ফলাফলের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। এভাবে বলাযায় যে, সকল নৈতিক এবং অনৈতিক কাজের দায়িত্ব মানুষের। তাই আল্লাহ এ ধরনের কার্যকলাপের বিচার করার পবিত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত। যৌক্তিকভাবে মানুষের মধ্যেএই দায়িত্বের বিষয়টি প্রমাণ করা যায়।

মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলেই পাপ ও পুণ্যের দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায়। কঠজেই ভাল কাজ করলে মানুষ ভাল ফল পাবে এবং খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল পাবে। কাদারিয়া চিন্তাগোষ্ঠী তাদের মতের পক্ষে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ উদ্ধৃত করেন :
'যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান করে সে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই তা করে থাকে।' (৪ঃ১১১)

'নিশ্চয় জানিও, যতদিন পর্যন্ত কোন জাতি তাদের অন্তর প্রকৃতির পরিবর্তন না করে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাদের পার্থিব অবস্থারও পরিবর্তন করেন না।' (১৩ ঃ১১)

'অনন্তর যে ব্যক্তি পরমাণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তা প্রত্যক্ষ করবে এবং যে পরমাণু পরিমাণ দুষ্কার্য করবে সে তা প্রত্যক্ষ করবে।' (৯৯ঃ৭৮)

'যে মুসিবত তোমাদের ওপর নিপতিত হয় তা তোমাদের স্বোপার্জিত কাজের ফল।' (৪২ঃ৩০)

'মানুষ চেষ্টার অতিরিক্ত ফল পাবে না।' (৫৩ঃ৩৮)

অধ্যাপক সাইয়েদ আব্দুল হাই কাদারিয়াদের সম্পর্কে বলেন, "According to them God can not be responsible for causing directly the action which may both be right or wrong. Man is the master of his own works, but the capacity for doing action was given to him by God and it is in this sense that God is the ultimate master" ।

এই মতের অনেক অনুসারী উমাইয়া শাসক গোষ্ঠীকে দুর্বৃত্ত ও পাপাচারী বলে সরাসরি অভিযুক্ত করেন। সেজন্য তাঁরা উক্ত শাসকগোষ্ঠীর কোপদৃষ্টিতে পড়ে এবং মা'বাদ আল জুহানীসহ অনেকে তাঁদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন ।

২. জাবারিয়া চিন্তাগোষ্ঠী

অদৃষ্টবাদ প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে চলে আসা একডট শক্তিশালী মতবাদ। অনেকেই নিজেদেও কাজের ওপর বিশ্বাস না রাখতে পেরে বা ধর্মেরপ্রকৃত বিধি-নিষেধ মানতে না পেরে এ ধরনের মতবাদে বিশ্বাসী হতে দেখা যায়। বিশেষ করে উমাইয়া বংশের শাসকগণ চরম অদৃষ্টবাদী ছিলেন। পাপাচার ও দুষ্কৃতির যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের জন্য তাঁরা প্রচার করতেন যে মানুষের কর্মেও কোন স্বাধীনতা নেই, যেহেতু মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। সেজন্য মানুষ তার কৃতকার্যের ফলাফলের জন্য কোনভাবেই দায়ী নয়। অর্থাৎ আল্লাহর স্বেচ্ছাচারের স্বীকৃতি এবং মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতার অস্বীকৃতির ফলস্বরূপ জাবারিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। এইজাবারিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জাহম বিন সাফওয়ান।

আরবী 'জবর' শব্দ থেকে 'জাবারিয়া' শব্দটি এসেছে। 'জবর' শব্দের অর্থ হলো বাধ্যবাধকতা, নিয়তি, অদৃষ্ট। যেহেতু এইচিন্তাগোষ্ঠী অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করেন, সেজন্য তাঁদেরকে জাবারিয়া বলে অভিহিত করা হয়। তাঁদের মতে, মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য নেই। কারণ আল্লাহ মহাশক্তিশালী, মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ সব কিছুই তিনিজানেন। সেজন্য মানুষের প্রত্যেকটি কার্য আল্লাহর তরফ থেকে আসে। কাজেই সেসব কাজের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর। মানুষ যা-ই করুক না কেন, সে কাজের ফলাফলের জন্য তাঁকে দায়ী করা যায় না। সে সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর সর্বশক্তি ও সার্বভৌমত্বের অধীন। তাই তাঁকে শেষ বিচারের দিনে জবাবদিহি করতে হবে না। এই মতের সমর্থনে জাবারিয়া চিন্তাগোষ্ঠী পবিত্র কোরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ উদ্ধৃতকরেন :

'আল্লাহ যাকে খুশী মার্জনা করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি দিবেন। কারণতিনি সর্ব ব্যাপারে যা খুশী করতে সমর্থ।' (২ঃ২৮৪)
'হে রাসূল বলেন, হে প্রভূ, তুমিই রাজশক্তির মালিক। যাকে খুশী তুমি রাজত্ব দান কর - আর যাকে খুশী রাজ্যচ্যুত কর। তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর ও যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমারই হাতে সমস্ত কল্যাণ এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে পরম শক্তিমান।' (৩ঃ২৬)

'তিনি যাকে ইচ্ছা সুপথে পরিচালিত করেন।' (২ঃ২৭২)

'তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তকদীর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।' (২৫ঃ২)

জাবারিয়া চিন্তাগোষ্ঠী নিজেদের মতের সমর্থনে উপরোক্ত আয়াতগুলো ব্যবহার করেছেন । কিন্তু যে সমস্ত আয়াতে মানুষের কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার কথা বলাহয়েছে সেসব আয়াতগুলো তাঁরা ব্যবহার করেননি। সেজন্য তাঁদের মতবাদ একপেশে।

জাবারিয়ারা জাহামিয়া, নাজারিয়া ও জিরারিয়া এইতিনটি উপদলে বিভক্ত ছিল। তবে তাঁদের মূলমন্ত্র অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে তাঁরা সবাই একমত ছিলেন। অবশ্য অপেক্ষাকৃত গৌণ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ ছিল।

৩. ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে কাদারিয়া ও জাবারিয়াদের মত

পবিত্র কোরআনে যেমন ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা বলাহয়েছে ঠিক তেমনি অদৃষ্টবাদকে সমর্থন করা যায় এমন আয়াতও রয়েছে। তবে ইসলাম কোন একডটকে সরাসরি বা এককভাবে গ্রহণ করে না। ঘটনার পারম্পর্যতা একডট বিশেষ দিক, যার সঠিক ভাব না ধরতে পারলে অর্থের ব্যাপক রদবদল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এই দু'টি চরম অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থানে ইসলাম অবস্থান করছে। কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কারকরার জন্য আরও একটু আলোচনা করা দরকারইচ্ছার স্বাধীনতা এবং অদৃষ্টবাদের প্রেক্ষিতে বিষয়টির তিনটি দিক উন্মোচিত করা যায় :

প্রথমত, ইচ্ছার স্বাধীনতাকে মেনে নেওয়া এবং অদৃষ্টবাদকে বাদ দেওয়া ;
দ্বিতীয়ত, অদৃষ্টবাদকে মেনে নেওয়া এবং ইচ্ছার স্বাধীনতাকে বাদ দেওয়া এবং
তৃতীয়ত, এই দুই মতবাদের মাঝামাঝি অবস্থাকে মেনে নেওয়া।

প্রথম দলে পড়ে কাদারিয়া এবং দ্বিতীয় দলে পড়ে জাবারিয়াচিন্তাগোষ্ঠী। এক্ষণে তৃতীয় দল সম্পর্কেআলোচনা করে বিরোধের একডট মীমাংসা খুজে বের করার চেষ্টা করা যায়।

কোরআনে যখন স্বর্গীয় শক্তি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে তখন সে বিষয়ে আলোচনা এক নাগাড়ে দেখা গিয়েছে। সেখানে মানুষের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা নেই। আবারমানুষের স্বাধীনতা এবং কর্মের দায়িত্বের ব্যাপারে যখন আলোচনা এসেছে তখন আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে সেখানে আলোচনা আসেনি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয় দু'টিকে পৃথক করে গোষ্ঠীতে পরিণত করা ঠিক নয়। কোরআনকে পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে নেওয়াই মুসলমানের কাজ।

সার-সংক্ষেপ

কাদারিয়া ও জাবারিয়া চিন্তাগোষ্ঠী মুসলিম দর্শনের ইতিহাসে বুদ্ধিবাদী চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের গোড়াপত্তন করে। তাঁদের মধ্যেমূল বিতর্ক ছিলইচ্ছার স্বাধীনতা নিয়ে। কাদারিয়ারা মনে করেন যে, মানুষের ইচ্ছার এবং কর্মেরস্বাধীনতা রয়েছে। মানুষের কর্মক্ষমতা আল্লাহর দান, কিন্তু সে ক্ষমতা প্রয়োগ করে কর্মে পরিণত করার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ মানুষের। এইস্বাধীনতার জন্যই মানুষতার কাজের

জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এবং কৃতকর্মেরফলাফল তাকেই বহন করতে হবে। অন্যদিকে, জাবারিয়ারা অনেকটা অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের মতে, মানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। বান্দার ভূত-ভবিষ্যৎসম্পর্কেতিনিজানেন। সুতরাং মানুষ তাঁর হাতের পুতুল। কোনকাজের স্বাধীনতা মানুষের নেই। সেজন্য পরকালে তার কর্মেরকোনহিসেবে হবে না। দু'টি মতই চরম। ইসলামএই দু'মতের সমন্বয়ে গঠিত।

অনুশীলনী ঃকাদারিয়া ও জাবারিয়াচিন্তাগোষ্ঠীর ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিরোধের দার্শনিক ভিত্তি আলোচনাকরুন।

এই পাঠের মূল শব্দসমূহ

ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিবাদী চিন্তাগোষ্ঠীইচ্ছার স্বাধীনতা জাবারিয়া
অদৃষ্টবাদ কাদারিয়া পরকাল কর্মফল মানুষের কর্মক্ষমতা

পাঠোত্তরমূল্যায়ন

অ. **সত্য ও মিথ্যা**

১। কাদারিয়াদের মতেমানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। সত্য/মিথ্যা
২। জাবারিয়াদেরমতেমানুষেরইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। সত্য/মিথ্যা
৩। জাবারিয়াদেরকোন উপদল নেই। সত্য/মিথ্যা
৪। কাদারিয়ারা বুদ্ধিবাদী চিন্তাগোষ্ঠী উদ্ভবের বীজ বপন করেন। সত্য/মিথ্যা

আ. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। কাদারিয়ারা মানুষেরকাজের জন্য কাকে দায়ী করেন
ক)মানুষকে খ)আল্লাহকে গ) উভয়কেই

২। জাবারিয়ারা মানুষেরকাজের জন্য কাকে দায়ী করেন
ক)মানুষকে খ)আল্লাহকে গ) উভয়কেই

৩। জাবারিয়াদের উপগোষ্ঠীর সংখ্যা
ক)একডট খ) দু'টি গ)তিনটি

৪। এই পাঠে ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং অদৃষ্টবাদের প্রেক্ষিতে কয়টি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে
ক)দু'টি খ)তিনটি গ)চারটি

ই. **সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন**

১। কাদারিয়ারা কেন মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে বলে মত প্রকাশ করেন ?
২। জাবারিয়ারা কেন মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই বলে মত প্রকাশ করেন ?

ঈ. **রচনামূলক প্রশ্ন**

১। কাদারিয়া চিন্তাগোষ্ঠীর দার্শনিক মত বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২। কাদারিয়া ও জাবারিয়া দের ইচ্ছার স্বাধীনতা বিরোধ মতটি সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখুন।

উত্তরমালা

অ.. ১। মিথ্যা ২। সত্য ৩। মিথ্যা ৪। সত্য
আ. ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ